"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কাছে তোমরা সু-মত প্রাপ্ত কর, তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছে তাই তোমাদের কর্তব্য হল সবাইকে নিজের বুদ্ধির সহযোগ দেওয়া"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে কোন্ আশা উৎপন্ন হয় যা কেবলমাত্র বাবাই পূরণ করতে পারেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, সঙ্গমে তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার আশা জাগ্রত হয়। আগে কখনোই চিন্তনও কর না যে আমরা কেউ স্বর্গে যাব, এখন এই নতুন আশা উৎপন্ন হয়েছে। এই আশা একমাত্র বাবা পূরণ করেন, এই আশা পূরণ হওয়ার পরে আর কোনো আশা থাকবে না। গায়নও আছে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই দেবতাদের খাজানায়।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ....

ওম্ শান্তি । সব ভক্তদের জন্য নিশ্চয়ই একটি বিশেষ দিন আসবে। সবাই ভগবানকে স্মরণ করে। বাকিরা সবাই হল সীতা, ভক্ত, সবাই দুঃখে আছে। স্মরণ করতে করতে অবশেষে সেই দিনটি আসে, যখন বাবা এসে হাত ধরেন। তাঁকে কান্ডারী, কানন পতি, পতিত-পাবনও বলা হয়। এখন বাচ্চারা জানে আমরা একের হাত ধরেছি। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসী হয়েছি। বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে আপন করেছেন স্বর্গের অধিকার প্রদান করবেন বলে। পিতার কাছেই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয় তাইনা। এখন উনি হলেন অসীম জগতের পিতা, পরম পিতা, তাই সব সন্তান যারা ভক্ত রূপে আছে সবাই তাঁকে স্মরণ করে। কিন্তু এই কথাটি ভক্তরা বুঝতে পারে না। কত ধুমধাম করে গান বাজনা করে তীর্থ যাত্রা করে। কুম্ভের মেলা আয়োজিত হয়, বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে। এইসবই হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এইজন্য ভগবানকে স্মরণ করে যাতে উনি এসে দুর্গতি থেকে মুক্ত করেন। ভক্তরা প্রার্থনা করতে থাকে কিন্তু পিতা কে, সে'কথা কারো বুদ্ধিতে নেই, যে নিজের পিতাকে জানে না সে তো সন্তান-ই নয়। বাবাকে না জানার ফল, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হওয়ার ফল কেবল দুঃখ এবং দুঃখ। পিতার সন্তান হলে সদা সুখই সুখ থাকে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সেখানে সবাই তো যাবে না। লিমিটেড নম্বরের আত্মারাই আসবে বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে। বাকি সব ধর্মের মানুষ মুক্তির অধিকার নিতে আসে। নিতে তো সবাইকেই হবে বাবার কাছে এসে।

বাবা বলেন এখন আমি তোমাদের অতি সহজ কথা বোঝাই। শুধুমাত্র আমাকে নিজ পিতাকে স্মরণ করো এবং এই কথা এক বাবা বোঝান যে ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমরা মিলিত হয়েছো। প্রত্যেক ৫ হাজার বছরের পরে মিলিত হবে। এই কথাটি তো পুরানো কথা। কল্প-কল্প তোমরা রাজ্য হারাও এবং পুনরায় প্রাপ্ত করো। ৮৪ জন্ম তোমরাই নাও। এ হল অনেক জন্মের শেষ জন্ম। তোমরা বুঝেছো আমরা প্রথমে ক্ষীরসাগরে ছিলাম, এখন বিষয় সাগরে এসে আটকে আছি। ক্ষীর সাগর বা বিষয় সাগর বলে কিছু নেই। কিন্তু পবিত্র ছিলাম পরে মায়া রাবণ এসে পতিত বানিয়েছে, এখন পুনরায় বাবা পবিত্র বানাতে এসেছেন। গীতের মাধ্যমেও বলা হয়েছে অবশেষে সেই দিন এলো আজ। ভক্তিমার্গে তোমাদের কোনো আশা ছিল না যে স্বর্গের মালিক হবে। এই কথা তো তোমাদের বুদ্ধিতে ছিল না। ব্রহ্মা বাবাও অনেক গীতা পড়তেন, শুনতেন। কিন্তু এই আশা ছিল না যে আমি রাজযোগ শিখে নর থেকে নারায়ণ হবো, তো অনায়াসেই শিববাবা এসে প্রবেশ করেন। বাবা বলেন আমি এখন তোমাদের স্বর্গের আশা পূরণ করতে এসেছি। এখন স্বর্গে যাওয়ার আশা বুদ্ধিতে ধারণ করো। স্বর্গের রচয়িতা হলেন শিববাবা। উনি খুব সহজ রীতিতে বসে বোঝান। হ্যাঁ, কামবিকার হল মহাশত্রু, এই কথা তো সন্ন্যাসীরাও বলে, তাই তারা সংসার ত্যাগ করে। সে তো হল এক দুই জনের কথা। তাদের নিবৃত্তি মার্গের পার্ট আছে ড্রামাতে। তারাও হল ভক্ত। মুখে বলে গড ফাদার কিন্তু উনি কে - সে কথা জানে না। তারপরে বলে ভজ রাধে গোবিন্দ .... কাকে ভজবে ? কৃষ্ণের নাম গোবিন্দ রেখে দিয়েছে। যা শুনেছে লিখে দিয়েছে, গোবিন্দ কাকে বলছে ? রাখাল রাজা, মুরলীধারী হলেন কেবল একমাত্র বাবা। এ হল হিউম্যান গোঁ এর কথা। আগে তোমরাও কিছু বুঝতে না। এখন বাবা এসে সু-মত দিচ্ছেন। মায়া রাবণ কু-মত দেয়, বাবা সুমত দেন। সুমত হল শিববাবার, কুমত হল রাবণের। সু-মত অর্থাৎ শ্রীমৎ, কু-মত অর্থাৎ মিথ্যা মতামত। এখন তোমরা কন্ট্রাস্ট জানো। আমরা মিথ্যা মতামতে ছিলাম, স্বর্গের আশা তো ছিলই না। এখন বাবা নতুন আশা দিয়েছেন। সেখানে কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নয়, যার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এখন তোমাদের সবার নতুন আশা রয়েছে। যদিও পুরুষার্থ নম্বর অনুযায়ী করো। বাবা তো একনম্বর মত দেন তাইনা। বলা হয় ব্রহ্মা স্বয়ং এসে মত দিলেও সেই মত নেওয়ার নয়। এই মহিমা হল শেষ সময়ের। তোমাদের মহিমাও শেষ সময়ে গায়ন করা হবে। যখন তোমরা সম্পূর্ণ হবে তখন বাঃ বাঃ হবে। এখন তো উত্থান পতন লেগেই আছে। এখনই খুশীতে

নাচতে থাকো, পরক্ষণেই মৃতবৎ হয়ে যাও। মায়া বিভিন্ন রূপে আঘাত করে। কোনো একটি স্থানে সুতোয় জট লেগে যায়, যার ফলে শ্রীমৎ ত্যাগ করে রাবণের মতানুসারে চলা শুরু করেদাও তারপরে আর্তনাদ করতে থাকো ।

বাবা বলেন প্রতি পদক্ষেপে সাবধান বাণী নাও। শ্রীমৎ অনুযায়ী চললেই তোমাদের কল্যাণ । তোমাদের অন্তরে বাবা নতুন আশা জাগ্রত করেছেন যে শ্রীমৎ অনুসারে চললে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপ হবে। যেমন ব্রহ্মা হন তেমনই তৎত্বম্ (সেইরূপ তোমরাও হও) । এই কথা ভুলবে না। কিন্তু মায়া এমন যে শ্রীমৎ পালন করার চান্স দেয় না। কোথাও উল্টো কর্ম করিয়ে দেয়। তারপরে পরে এসে বলবে, বাবা আমরা এই কাজ করেছি। সময় ছিল না মতামত গ্রহন করার। এখন কি আর করা, মায়া চড় মেরেছে, তাতে বাবা কি করবেন ! প্রতিটি কথায় প্রতি পদক্ষেপে অনেক সতর্ক থাকা উচিত। সন্ন্যাসীরা কখনো বলবে না - স্ত্রী পুরুষ একত্রে থেকে পবিত্র থাকতে পারে, এর জন্য অনেক যুক্তি আছে। ব্রহ্মাকুমার - কুমারী নামে পরিচিত হওয়া - এটাই তো কত বড় যুক্তি। তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়ে কখনও কুল কলঙ্কিত করবে না। ভাই বোনের সম্বন্ধ কখনও উল্টো হয় না। ভাই বোনের নিজেদের মধ্যে বিবাহের কোনো নিয়ম নেই । এখানে তো সবাই ভাই বোন হয়ে যায় তাই না। এই বিষয়ে তারা উপহাস করে যে এটা কোথাকার নিয়ম। এই কথাটি হল একেবারে নতুন কথা। এমন পরামর্শ কেউ কখনও দিতে পারে না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা বি.কে. হয়েছো তো ভাই বোন হয়েছো। তখন তাদের বুদ্ধিতে বসিয়ে দিতে হবে, কারণ সবার বুদ্ধিতে তো তালা বন্ধ আছে। তারা হল পাথরবুদ্ধি তখন তাদের বুদ্ধির তালা তোমাদের খোলা উচিত। অসংখ্য সেন্টার আছে, সেখানে সবাই নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার কুমারী নামে পরিচয় দেয় সুতরাং ভাই বোন হল, তাইনা। তারা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করতে পারে না, অসম্ভব। এ হল নতুন রচনা ঈশ্বরের। তারা বলে - গীতায় তো কখনও শুনিনি। বাবা বলেন এই শিক্ষা তো আমি প্রদান করি, পরে না তো শিববাবা থাকবেন, না বি.কে থাকবে। এই জ্ঞান তো প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তখন কোথায় শুনতে পাবে। এখন আমি রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছি। যখন রাজধানীর স্থাপনা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এই সব শেষ হয়ে যাবে। পাণ্ডবরা রাজধানী স্থাপন করেছিল। এই কথাও শাস্ত্রে দেওয়া নেই। দেবতারা ছিলেন পবিত্র দুনিয়ার মালিক। দৈত্য হল পতিত দুনিয়ার। তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লাগবে কীভাবে। স্বর্গ থেকে নরকে এসে যুদ্ধ করবে কি ! আচ্ছা, তাহলে অসুর ও দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছে কীভাবে ? নিশ্চয়ই সঙ্গমে হওয়া উচিত। তারা নিজের সৈন্য নিয়ে এসে যুদ্ধ করবে, হিসেব তো মিলছে না। যেখানে অসুর আছে সেখানে দেবতা কেউ নেই। যেখানে দেবতা আছে সেখানে অসুর নেই। তাহলে যুদ্ধ লাগবে কীভাবে! কৌরব, পাণ্ডবদের যুদ্ধও হবে না। যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে তারা কীভাবে যুদ্ধ লাগাবে? যুদ্ধ লাগায় মানুষ। বাবা কখনো যুদ্ধ করার বা জুয়া খেলার পারমিশন দেন না। পাণ্ডবরা বুদ্ধি হীন ছিল না যে নিজেদের মধ্যে পাশা খেলবে বা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে এই হল বাবার রুদ্র জ্ঞান। অবলা নারীদের উপরে অনেক অত্যাচার হয় বিষের জন্য। বলো, ভগবান বলেন কাম বিকার হল মহা শত্রু, এই বিকারের উপরে জয় লাভ করলে তোমরা স্বর্গে আসবে। এমন করে বুঝিয়ে অনেকে সফল হয়েছে, জিত অর্জন করেছে। তখন তাদের দেবী রূপে পুজো করে। সাহায্য প্রাপ্ত হয়। মানুষ তো শুনেই ভয় পায় যে স্ত্রী পুরুষ একত্রে থেকে পবিত্র থাকবে, সে তো হতে পারে না। বলে নিশ্চয়ই কোনো জাদু আছে। এমন সৎ সঙ্গে কখনও যাবে না। শুরুতে কন্যারা পালিয়ে ছিল তখন সেই নাম রাখা হয়েছে। ভাট্টির আয়োজন হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছিল তাইনা। বন্ধনযুক্ত মাতাদের অনেক পরামর্শ দেওয়া হয়, এতেই সাহসের প্রয়োজন হয়। গরিবরা তো ভাববে কোনো অসুবিধে নেই। এর জন্য স্বর্গের রাজত্ব খোয়া যাবে কেন। পরিবার থেকে বাইরে করে দিলে সেখানে গিয়ে সাফাইএর কাজ করব। ধনী পরিবারের মাতাগণ এমন করে ত্যাগ করতে পারে না। শুরুতে কন্যাদের পার্ট ছিল। গরিবদের জন্য খুব সহজ। বাবা বলেন - বাবার কাছে এসে প্রথমে সাফাই এর সেবা ইত্যাদি সব করতে হবে। মায়ার ঝড় তুমুল বেগে আসবে। সন্তানদের কথা স্মরণে আসবে, তারজন্য খুব সতর্ক থাকবে। প্রথমে নষ্টমোহ হও, তখন আসল কথা। শিববাবাকে মতামত দিতে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, পোশাক যেমন ইচ্ছে পরিধান কর, কোনো অসুবিধে নেই। বাবা তোমাদেরকে নয়নে বসিয়ে স্বর্গে নিয়ে যান। সজনকে অনুসরণ করে সজনী এগোয় তখন কলসে জ্যোতি জাগ্রত রাখে। বাবা আসেন সবাইকে গুলগুল বা ফুলে পরিণত করে নিয়ে যেতে। পবিত্র তো সবাই হবে। পাপের বোঝা মাথায় আছে তাই শেষ সময়ে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ফিরে যেতে হবে, তার জন্য তোমরা স্মরণে থাকার এতো পরিশ্রম করো, যারা করে না তারা এমনি ভাবে মুক্তিধামে যাবে না। বিনাশের সময়ে অনেক সাজা ভোগ করে তারপরে মুক্তি ধামে যাবে। আত্মার স্বধর্ম হল সাইলেন্স। আমরা অশরীরী হয়ে বসি। এই কর্মেন্দ্রিয় গুলির সাহায্যে কোনো কাজ না করে, শান্ত হয়ে বসি। কিন্তু কত ক্ষণ ? শেষমেশ কর্ম তো করতেই হবে তাইনা। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি কারো এই জ্ঞান নেই যে আত্মার স্ব ধর্ম হল সাইলেন্স। সন্ন্যাসীরা শান্তি খুঁজতে যায়। বাবা বলেন শান্তি তো তোমার গলার হার বা মালা। এর জন্য জঙ্গলে যাওয়ার কি দরকার!

আমরা হলাম কর্ম যোগী। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম গুলির বিনাশ হবে। তারপরে স্বর্গ কে স্মরণ করো, ৬৩ জন্মের ভক্তির কর্ম কান্ড গুলি অনেক পরিশ্রান্ত করেছে, এখন তোমাদেরকে সব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করেছি।

বাবার ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয় যে এখন অশরীরী হও, কারণ তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে তারপরে তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেব, এতে কোনো ঝঞ্ঝাটের কথা নেই। ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছো, সেসব তো পুনরাবৃত্তি হবেই। সবাইকে পুনর্জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হতেই হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পদে পদে খুব সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। শ্রীমতে কখনও কনফিউজ হবে না। কখনও কুল কলঙ্কিত করবে না।

২) বাবার কাছে যাওয়ার জন্য পুরানো সব হিসেব নিকেশ মেটাতে হবে। অশরীরী হওয়ার পুরোপুরি অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ- বাবার নৈকট্যের অনুভবের দ্বারা স্বপ্নেও বিজয়ী হওয়া সমান সাথী ভব

ভক্তি মার্গে নিকটে থাকার জন্য সৎ সঙ্গের গুরুত্ব বলা হয়। সঙ্গ অর্থাৎ নিকটে সে-ই থাকতে পারে যে সমান হয়। যে সঙ্কল্পেও সদা সাথে থাকে সে এতটাই বিজয়ী হয় যে শুধু সঙ্কল্পে নয় কিন্তু স্বপ্নেও মায়া আক্রমণ করতে পারে না। সদা মায়াজিত অর্থাৎ যে সদা বাবার নিকটে, বাবার সঙ্গে থাকে । কারো শক্তি নেই যে বাবার সঙ্গ থেকে তাকে দূর করতে পারে।

স্লোগানঃ- সদা নির্বিঘ্ন থাকা এবং সবাইকে নির্বিঘ্ন রাখা - এই হল যথার্থ সেবা।

অমূল্য জ্ঞানের রত্ন (দাদীদের পুরানো ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত)

নিজের দৃঢ় নিশ্চয়ে স্থিত হয়ে কল্প পূর্ব থেকে যেটা নির্ধারিত রয়েছে সেটাকেই আবার বানাতে হবে । এমন নয় যে, যা নির্দিষ্ট আছে সেটাই নিশ্চয় করে নেবে। অনেকে ভাবে যে, এই জ্ঞান তো আমার ভাগ্যেই নেই, এমন ভাবেই নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু তা নয়। এই দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে যে আমার ভাগ্যে নির্দিষ্ট আছে। পুরুষার্থ করে নিজের প্রালব্ধ বানাতে হবে। কারণ বিরাট ফিল্ম অনুসারে বানানো হয়েছে কিন্তু পুরুষার্থের দ্বারা এই প্রালব্ধ বানাতে হবে। প্রালব্ধ তখনই সার্থক হবে যখন মালিক হয়ে বানাবে। প্রালব্ধকে আগাম বুঝে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে না, বরং পুরুষার্থের আধারে যা প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়েছে সেটাই প্রালব্ধ রূপে স্বীকার করা উচিত। বাকি ড্রামায় নির্ধারিত আছে মনে করে পুরুষার্থ বিহীন হওয়া, অজ্ঞানতার পরিচয়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;